

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

148039 - ঈদ উদযাপনের পদ্ধতি

প্রশ্ন

আমি আশা করব, আপনারা একটি পরিবার কভাবে ঈদ পালন করতে পারে সে ব্যাপারে উপদশে দিবেন। (আপনাদের প্রতি সম্মান রেখে বলছি দয়া করে এমন কিছু উল্লেখ করবেন না যে, কোন হারাম কাজ করবেন না; যমেন- অবাধ মলোমশোর স্থানে যাবেন না, সনিমো হলে যাবেন না ইত্যাদি...। এগুলো আদটো ঘটবে না)। মুমনিদের ঈদ যমেন হওয়া কর্তব্য সটোর কিছু উদাহরণ কি আপনারা পশে করতে পারনে? কি কি তৎপরতায় তারা অংশগ্রহণ করতে পারনে? স্বামী-স্ত্রী কি একত্রে বেড়োতে পারে হতে পারে এবং কোন এক স্থানে বসে মজাদার খাবার-দাবার খতে পারনে? আলমেগণ কভাবে ঈদরে দনি পালন করে থাকনে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদুলিল্লাহ।

ঈদরে দনিগুলো আনন্দ ও উচ্ছ্বাসরে দনি। এ দনিগুলোতে রয়েছে বিশিষে কিছু ইবাদত, কিছু শিষ্টিচার ও কিছু প্রথাগত অভ্যাস। যমেন:

১। গোসল করা:

কিছু কিছু সাহাবী থেকে গোসল করার আমলটি সহি সূত্রে বর্ণিত হয়েছে।

এক ব্যক্তি আলী (রাঃ) কে গোসল করা সম্পর্কে জিজ্ঞেসে করল: "তনি বললনে: তুমি চাইলে তো প্রতিদিন গোসল করতে পার। সে বলল: না; যে গোসল আসলেই গোসল (অর্থাৎ যে গোসলরে ফযলিত আছে)। তনি বললনে: জুমাবাররে গোসল, আরাফার দনিরে গোসল, কারবানীর ঈদরে দনিরে গোসল এবং ঈদুল ফতিররে দনিরে গোসল।"[মুসনাদে শাফয়ে (পৃষ্ঠা-৩৮৫), আলবানী 'ইরওয়াউল গালিলি' এ (১/১৭৬) বর্ণনাটকি সহি বলছেন]

২। নতুন পোশাকাদি পরে নিজেকে সুন্দর করা:

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

আব্দুল্লাহ বনি উমর (রাঃ) বলেন: একবার উমর (রাঃ) রশেমেরে তরী একটি জুব্বা; যা বাজারে বক্রিরি জন্য তোলা হয়েছিল; নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে নিয়ে এসে বললেন: ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি এ জুব্বাটিকে কিনুন; ঈদের সময় ও প্রতিনিধি দলের সাথে সাক্ষাতের সময় এটি পরবেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন: "এটি এমন ব্যক্তির পোশাক যার কোন ভাগ বা অংশ নই (অর্থাৎ তাকওয়া ও সওয়াবের)।" [সহি বুখারী (৯০৬) ও সহি মুসলিম (২০৬৮)]

ইমাম বুখারী (রহঃ) এ হাদিসেরে শরিনোম দনে এভাবে: "দুই ঈদ ও দুই ঈদের সময় নিজেকে সুন্দর করা সংক্রান্ত পরচ্ছদে"।

ইবনে কুদামা (রহঃ) বলেন:

এটি প্রমাণ করে যে, এ উপলক্ষগুলিতে নিজেকে সুন্দর করা তাদের মাঝে মশহুর ছিল। [আল-মুগনি (২/৩৭০)]

ইবনে রজব আল-হাম্বলি (রহঃ) বলেন: এ হাদিসটি ঈদের জন্য নিজেকে সুন্দর করার প্রমাণ বহন করে এবং মুসলমানদের মাঝে সঠিক প্রথাগত অভ্যাস ছিল। [ফাতহুল বারী (৬/৬৭)]

শাওকানী (রহঃ) বলেন: ঈদের জন্য নিজেকে সুন্দর করা শরিয়তসম্মত হওয়ার পক্ষে এ হাদিসেরে দলিলি এভাবে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঈদের জন্য নিজেকে সুন্দর করার দৃষ্টভিগুগিকে অনুমোদন করছেন। তিনি শুধু এ ধরণের পোশাক পরার ব্যাপারে আপত্তি করছেন। যহেতু সঠিক রশেমেরে তরী ছিল। [নাইলুল আওতার (৩/২৮৪)]

সাহাবায়েরে যামানা থেকে আমাদের সময় পর্যন্ত মানুষ এভাবে করে আসছে।

বাইহাকী সহি সনদে নাফে' থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন: দুই ঈদের সময় ইবনে উমর (রাঃ) সর্বোত্তম পোশাক পরতেন।

তিনি আরও বলেন: ঈদের এ সাজ গ্রহণেরে ক্ষেত্রে ঈদের নামাযে গমনকারী ব্যক্তি ও ঘরে অবস্থানকারী ব্যক্তি; এমনকি নারী ও শিশু সকলেরে বধিান সমান। [ইবনে রজব রচতি 'ফাতহুল বারী' (৬/৬৮-৭২)]

কোন কোন আলমে বলছেন: কউে যদি ইতকিফ করে থাকে তাহলে তিনি ইতকিফেরে পোশাকে ঈদগাহে যাবেন □ এটি অসমর্থতি অভিমিত।

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) বলেন: ঈদরে সুন্দর হলে সুন্দর কাপড়চোপড় পরা; এক্ষত্রে ইতিকাফকারী কথিবা ইতিকাফকারী নন সকলে সমান। [আসয়লিা ওয়া আজওয়বি ফি সালাতলি ঈদাইন (পৃষ্ঠা-১০)]

৩। উত্তম সুগন্ধি ব্যবহার করা:

সহহি সুত্রে ইবনে উমর (রাঃ) সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, "ঈদুল ফতিররে দিনি তিনি সুগন্ধি ব্যবহার করতেন"। [যমেনটি এসছে 'ফারইয়াবি' রচতি 'আহকামুল ঈদাইন' গ্রন্থে (পৃষ্ঠা-৮৩)]

ইবনে রজব হাম্বলি (রহঃ) বলেন:

মালকে বলছেন: আমি শুনছি আলমেগণ প্রত্যকে ঈদরে সময় সাজসজ্জা করা ও সুগন্ধি ব্যবহার করাকে মুস্তাহাব মনে করেন।

শাফয়েও মুস্তাহাব মনে করতেন।

[ইবনে রজব রচতি 'ফাতহুল বারী' (৬/৬৮)]

এ সাজসজ্জা ও সুগন্ধি ব্যবহার নারীরা নিজদের বাড়ীতে স্বামীদের সামনে, মহলিাদের সামনে কথিবা মাহরাম পুরুষদের সামনে করবেন।

আল-মাওসুআ আল-ফকিহিয়া গ্রন্থে (৩১/১১৬) এসছে:

সুন্দর কাপড় পরিধান, পরস্কার-পরচ্ছন্ন হওয়া, সুগন্ধি ব্যবহার করা, চুল ফলো ও দুর্গন্ধ দূর করা ইত্যাদি ক্ষত্রে নামাযে গমনকারী ও ঘরে অবস্থানকারী উভয়ে সমান। যহেতু এটি সাজসজ্জা করার দিনি তাই সকলে সমান। তবে, এটি নারীদের ক্ষত্রে নয়।

নারীরা যদি বাহিরে বের হয়: তাহলে তারা সাজসজ্জা করবে না। বরং সাধারণ পোশাকে বের হবে। সুন্দর পোশাক পরবে না। সুগন্ধি লাগাবে না। যাত করে মানুষ তাদের প্রতি আকৃষ্ট না হয়। বৃদ্ধ মহিলা ও অসুন্দর মহিলাদের ক্ষত্রেও একই বধিান প্রযোজ্য। তারাও পুরুষদের সাথে ঘঁষাঘঁষে করবে না। বরং পুরুষদের থেকে দূরে থাকবে। [সমাপ্ত]

৪। তাকবীর দয়া:

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

ঈদুল ফতিরের সময় চাঁদ দেখার পর থেকে তাকবীর দয়্যো সুন্নত। দলিল হচ্ছো আল্লাহর বাণী: “তিনি চান- তোমরা সংখ্যা পূরণ কর এবং তিনি যি, তোমাদেরকে দকি-নরিদশোনা দয়িছোনে সো জন্য 'তাকবরি' উচ্চারণ কর (আল্লাহর মহত্ব ঘোষণা কর)।” [সূরা বাকারা ২: ১৮৫] সংখ্যা পূরণ করা হচ্ছো রোযার সংখ্যা পূরণ করার মাধ্যমে।

তাকবীর দয়োর সময় শেষে হবো ইমাম খোতবা দয়োর জন্য বরো হওয়ার মাধ্যমে।

আর ঈদুল আযহার ক্ষতেরে: আরাফার দনি সকাল থেকে তাকবীর দোওয়া শুরু হবো এবং তাশরকিরে সর্বশেষে দনি তথা ১৩ ই যলিহজ্জে শেষে হবো।

৫। দখো-সাক্ষাত:

ঈদরে সময় আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতবিশৌ ও বন্ধু-বান্ধবকে দখেতে যতে কোনো অসুবধি নহে। ঈদরে সময় এভাবে দখো-সাক্ষাত করা মানুষরে অভ্যাসে পরণিত হয়োছে।

কারো কারো মতে, ঈদগাহ থেকে ফরোর সময় ভনিন রাস্তা ব্যবহার করার বধিন দয়োর পছোনে এটাই গূঢ় রহস্য।

অধিকাংশ আলমেরে মতে, ঈদরে নামাযে এক রাস্তা দয়িে যাওয়া ও অন্য রাস্তা দয়িে ফরিে আসা মুস্তাহাব। জাবরে বনি আব্দুল্লাহ (রাঃ) থেকে বরণতি তিনি বলনে: "ঈদরে দনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক পথে যতেনে অপর পথে ফরিতনে।" [সহহি বুখারী (৯৪৩)]

হাফযে ইবনে হাজার (রহঃ) এর গূঢ় রহস্য সম্পর্কে বলনে:

কারো কারো মতে, যাতে করে তাঁর জীবতি ও মৃত নকিটাত্মীয়দেরকে দখে আসতে পারনে। কারো কারো মতে, যাতে করে আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করতে পারনে। [ফাতহুল বারী (২/৪৭৩)]

৬। শুভচ্ছা জ্ঞাপন:

শুভচ্ছা জ্ঞাপন সটে যি কোনো বধে ভাষায় হতে পারে। তবে, সর্বোত্তম ভাষা হচ্ছো 'তাকাব্বালাহু মনিনা ও মনিকুম' (আল্লাহ আমাদরে ও আপনাদরে নকে আমলগুলো কবুল করে ননি)। কোনো এটি সাহাবায়ে করোম থেকে বরণতি আছো।

জুবাইর বনি নুফাইর বলনে: ঈদরে দনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে সাহাবীবর্গ যখন একজন অপরজনরে সাথে

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

সাক্ষাত করতনে তখন বলতনে: 'তাকাব্বালাহু মনি'না ও মনি'ক' (আল্লাহ্ আমাদরে ও আপনার নকে আমলগুলো কবুল করে ননি)। হাফযে ইবনে হাজার 'ফাতহুল বারী' গ্রন্থে (২/৫১৭) এ বর্ণনার সনদকে 'হাসান' বলছেন।

মালকে (রহঃ) কে জিজ্ঞাসে করা হয়ছিলি: ঈদগাহ থেকে ফরিে এসে এক মুসলমি যদি অপর মুসলমিকে বলে: 'তাকাব্বালাহু মনি'না ও মনি'ক, ওয়া গাফারাল্লাহু লানা ও লাক' (আল্লাহ্ আমাদরে ও আপনার নকে আমলগুলো কবুল করে ননি। আল্লাহ্ আমাদরেকে ও আপনাকে ক্ষমা করে দনি) সটো ক'মাকরুহ হব? তনি বলেন: মাকরুহ হব না। [আল-মুনতাকা শারহুল মুয়াত্তা (১/৩২২)]

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) বলেন:

ঈদরে দনি শুভেছা জ্ঞাপন হছে নামায পড়া শেষে একজন অপরজনকে বলবে: 'তাকাব্বালাহু মনি'না ও মনিকুম' (আল্লাহ্ আমাদরে ও আপনাদরে নকে আমলগুলো কবুল করে ননি) এবং "আহলাহুল্লাহু আলাইক" (আল্লাহ্ ঈদকে আপনার জীবনে পুনরায় ফরিয়ে আনুন) বা এ ধরণে কোন কথা। একদল সাহাবী থেকে এ ধরণে শুভেছা বর্ণতি আছে যারা এভাবে করতনে। ইমাম আহমাদ ও অন্যান্য আলমেগণ এ ধরণে শুভেছা জ্ঞাপনের অবকাশ দিয়েছেন। কন্তু আহমাদ বলেন: আমি শুরুতে কাউকে শুভেছা জানাই না। যদি কেউ আমাকে শুভেছা জানায় তখন আমি তাকে জবাব দই। কেননা শুভেছার জবাব দয়ো ওয়াজবি।

পক্ষান্তরে, শুরুতে শুভেছা জানানো: এটিকোন নরিদশেতি সুন্নাহ্ নয় এবং নষিদিধও নয়। য়ে ব্যক্তি তা করনে তার পূর্বসূরি রয়ছে। য়ে ব্যক্তি করনে না তারও পূর্বসূরি রয়ছে। [মাজমুউল ফাতাওয়া (২৪/২৫৩)]

৭। বাড়তি খাবার-দাবারের আয়োজন:

বাড়তি খাবার-দাবার ও ভাল খাবার-দাবার খতে কোন অসুবিধা নই। সটো নজি বাসায় হোক কথি বা বাসার বাহিরে কোন রসেটুরনেটে হোক। তবে, য়ে সব রসেটুরনেটে মদ সরবরাহ করা হয় কথি বা য়ে রসেটুরনেট মউজকিরে ধ্বনতিে প্রকম্পতি এমন রসেটুরনেটে নয়। কথি বা য়েখোনে বগোনা পুরুষরো নারীদরেকে দখেতে পায় সখোনেও নয়।

কোন কোন দেশে কষত্রে উত্তম হছে: স্থল ভ্রমণ বা নটো-ভ্রমণে বরে হওয়া। যাত করে ঐ স্থানগুলো থেকে দূরে থাকা যায় য়েখোনে নারী-পুরুষেরে বপেরয়ো মলোমশো ঘটতে থাকে কথি বা শরয়ি বিধানগুলো লঙঘনরে মহোৎসব য়েখোনে চলতে।

নুবাইশা আল-হুয়াইলা (রাঃ) থেকে বর্ণতি তনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: "তাশরকিরে

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

দনিগুলো পানাহার ও আল্লাহর যকিরি দনি।"[সহহি মুসলমি (১১৪১)]

৮। খলো-ধুলা করা:

পরবিারককে নিয়ে কোন স্থল ভ্রমণ বা নটো-ভ্রমণে যাওয়া, সুন্দর সুন্দর স্থানগুলো পরদির্শন করা বা এমন কোন স্থানে যাওয়া যখনে বধৈ খলোধুলার ব্যবস্থা আছে□ এসবকে কোন আপত্তি নহৈ। অনুরূপভাবে মডিজকিমুক্ত নাশদি শুনতেও বাধা নহৈ।

আয়শো (রাঃ) হতে বর্ণণতি তনি বলনে, "একবার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার কাছে এলনে তখন আমার নকিট দুটা বালকি বুআছ যুদ্ধ সংক্রান্ত গান গাইছিলি। তনি বছিানায় শূয়ে পড়লনে এবং চহেরা অন্যদকি ফরিয়ি রাখলনে। এ সময় আবু বকর (রাঃ) এসে আমাকে ধমক দিয়ে বললনে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নকিট শয়তানেরে বীণ! তখন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর দকি মুখ ফরিয়ি বললনে, তাদের ছড়ে দাও। অতঃপর তনি যখন অন্য দকি ফরিলনে তখন আমি তাদের ইঙ্গতি করলাম, আর তারা বরিয়ি গেলে।

এক ঈদরে দনি হাবশরি বর্শা ও ঢাল দিয়ে খলেছিলি। তখন আমি নিজি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে আরয করলাম কহিবা তনি নিজি থেকে বলছেলিনে: তুমি কি তাদের খলো দেখতে চাও? আমি বললাম, হ্যাঁ, তারপর তনি আমাকে তাঁর পছিনে এমনভাবে দাঁড় করিয়ি দলিনে যে, আমার গাল ছিলি তার গালরে সাথে লাগান। তনি তাদের বললনে: হে বনু আরফদি! তোমরা যা করতে ছিলি তা করতে থাক। শেষে আমি যখন ক্লান্ত হয়ে পড়লাম, তখন তনি আমাকে বললনে: তোমার কি দেখো শেষে? আমি বললাম: হ্যাঁ। তনি বললনে: তাহলে চলে যাও।"[সহহি বুখারী (৯০৭) ও সহহি মুসলমি (৮২৯)]

অপর এক রওয়য়তে আয়শো (রাঃ) থেকে বর্ণণতি আছে তনি বলনে: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেই দনি বলছেন: "যাতে করে ইহুদীরা জানে যে, আমাদের ধর্মকে কিছু উদারতা রয়েছে। আমি উদার একশ্বেববাদী ধর্ম নিয়ে প্রেরতি হয়েছি।"[মুসনাদে আহমাদ (৫০/৩৬৬), মুসনাদ গ্রন্থরে মুহাক্ককিগণ হাদসিটকি 'হাসান' বলছেন এবং আলবানী 'সলিসলি সহহি' গ্রন্থতে (৪/৪৪৩) হাদসিটির সনদকে 'জায়যদি' বলছেন]

ইমাম নববী (রহঃ) এ হাদসিরে শরিনোম দতি গিয়ি লখনে: "ঈদরে দনিগুলোতে গুনাহ নহৈ এমন খলোধুলার অবকাশ দান শীর্ষক পরচ্ছদে"।

হাফযে ইবনে হাজার (রহঃ) বলনে: এই হাদসি থেকে আমরা শখিতে পারি যে, ঈদরে দনিগুলোতে পরবিার ও সন্তানদের জন্য উদার হওয়া শরিয়তে স্বীকৃত; নানাবধি চিত্তবনিনোদনের ক্ষেত্রে এবং শরীর থেকে ইবাদতেরে কষ্ট-ক্লশে দূর করার

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

ক্ষত্রে।

আরও শখিত পাবি য়ে, ঈদ-উৎসবে আনন্দ প্রকাশ করা ইসলামী নদির্শনের অন্তর্ভুক্ত। [ফতাহুল বারী (২/৫১৪)]

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) বলনে:

এ ঈদে আরও যা করা হয়: মানুষ পরস্পর হাদিয়া বনিমিয় করে; অর্থাৎ তারা খাবার প্রস্তুত করে একে অপরকে দাওয়াত দিয়ে, তারা একত্রিত হয়, আনন্দ প্রকাশ করে। এগুলিতে কোন দোষ নেই। কেননা এ দিনগুলো ঈদ-উৎসবের দিন। এমনকি আবু বকর (রাঃ) যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ঘরে প্রবেশে করলেন...গোটা হাদিসটি উল্লেখ করেছেন।

এ হাদিসে দলিল রয়েছে যে, (আলহামদু লিল্লাহ) বান্দাদের জন্য ইসলাম শরিয়তের সহজতা হল: ঈদের দিনগুলোতে মানুষকে আনন্দ-উচ্ছ্বাস প্রকাশ করার সুযোগ দেওয়া। [মাজমুউ ফাতাওয়াস শাইখ আল-উছাইমীন (১৬/২৭৬)]

আল-মাওসুআ আল-ফকিহিয়াতে (১৪/১৬৬) এসছে যে:

ঈদের দিনগুলোতে পরিবার ও সন্তানদের জন্য নানা মাধ্যমে চিত্ত বিনোদন দেওয়া এবং ইবাদতের কল্যাণ ও কলশে থেকে শরীরকে আরাম দেওয়ার ক্ষত্রে উদার হওয়া শরিয়ত স্বীকৃত। অনুরূপভাবে ঈদ-উৎসবে আনন্দ প্রকাশ করা ইসলামী নদির্শনের অন্তর্ভুক্ত। ঈদের দিনগুলোতে খলোধুলা করা বধৈ; সটো মসজিদে ভেতরে হোক কিংবা মসজিদের বাহরে হোক। যহেতে আয়শো (রাঃ) এর হাদিসে হাবাশার লোকদের অস্ত্র নিয়ে খলোধুলা করা উদ্ভূত হয়েছে। [সমাপ্ত]

ইতপূর্বে 36856 নং প্রশ্নোত্তরে আমরা ঈদে সংঘটিত হওয়া ভুলত্রুটিগুলো উল্লেখ করেছি; সে উত্তরটি পড়তে পারনে।

আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি তিনি যনে আমাদের ও আপনাদের নকে আমলগুলো কবুল করে ননে এবং আমাদেরকে ও আপনাদেরকে দ্বীন ও দুনিয়ার যা কিছু কল্যাণ সে পথ দেখোন।

আল্লাহই সর্বজ্ঞঃ।